দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...
পৃঃ ... কলাম ...

কেমন চলছে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড-১

দুর্নীতি অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনায় ১৭ হাজার মাদ্রাসা পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

আহমদ সেলিম রেজা ঃ বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের দুর্নীতি, অনিয়ম ও চরম অব্যবস্থাপনার ফলে বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষার ভবিষ্যৎ নিয়ে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মধ্যে গভীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়েছে। গত ১৫ মে থেকে শুরু হওয়া ২০০১ সালের আলিম, দাখিল ও কামিল পরীক্ষার ১৭ হাজার পরীক্ষার্থীকে মাদ্রাসা বোর্ডের দুর্নীতি ও অনিয়মের ফলে এবার পরীক্ষা দিতে হয়েছে বিশেষ ব্যবস্থায় যা নজিরবিহীন। যারা সারা বছর লেখাপড়া করে, সময় মত রেজিস্ট্রেশন ফরম পূরণ করে, নিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে পরীক্ষা গ্রহণের প্রস্তুতি নিয়েও শেষ পর্যন্ত এই বিশেষ ব্যবস্থায় পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ পায়নি, তারা চড়াও হয়েছে মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল, শিক্ষক ও কর্মচারীদের উপর। চট্টগ্রামের ২৩ জন মাদ্রাসার ছাত্র পরীক্ষা দিতে না পারায় মাদ্রাসায় তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে। আর এ সব কিছুই হচ্ছে দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার কারণে। বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে রেজিস্ট্রেশন বিভাগ, মঞ্জুরী বিভাগ, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, হিসাব বিভাগসহ সব বিভাগেরই কম-বেশী কতিপয় কর্মকর্তা-কর্মচারী এই দুর্নীতি ও অনিয়মের সাথে জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে। তবে সম্প্রতি নতুন চেয়ারম্যান যোগ দেয়ার পর থেকে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের দুর্নীতিতে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। ১৭ হাজার পরীক্ষার্থীর এ্যাডমিটকার্ড না পাওয়া এবং বিশেষ ব্যবস্থায় পরীক্ষা দেয়ার পিছনে নতুন চেয়ারম্যানের দুর্নীতি ও অনিয়ম দায়ী বলে অভিযোগ রয়েছে। একটি

৫-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

কেমন চলছে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

৮-এর পৃষ্ঠার পর

সূত্র জানায়, নয়া চেয়ারম্যান নিয়োগ পাওয়ার পর 'কম্পিউটার অপারেটর' নামে একটি পদ সৃষ্টি করে মাস্টার রোলে নিজের পছন্দের জনৈক নোমানকে চাকরি দেন। নবনিযুক্ত এই অপারেটরকে চেয়ারম্যানের পক্ষ থেকে বোর্ডের সকল গোপন শাখার নথিপত্র (যেমন– মঞ্জুরি, নবায়ন, ভুয়া রেজিস্ট্রেশন, কমিটি নবায়ন ও অনুমোদন ইত্যাদি) তদারকির দায়িত্ব দেয়া হয়। অভিযোগ রয়েছে, উক্ত নোমান এসব ক্ষেত্রে 'ডিফল্ট' কেসগুলো চেয়ারম্যানের নজরে আনা এবং এর সাথে জড়িতদের সাথে যোগাযোগ করে লেনদেনের ভিত্তিতে চিহ্নিত 'ডিফল্ট কেসগুলো' অর্থের বিনিময়ে ছেড়ে দেয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ ক্ষেত্রে ঘাপলাবাজির কারণেই মূলত এবার আলিম, ফাযিল ও কামিল পরীক্ষায় বিশেষ ব্যবস্থায় ১৭ হাজার পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হয়। কিন্তু একসাথে এতগুলো পরীক্ষার্থী 'ডিফল্ট' হল কিভাবে? যদি 'ডিফল্ট' হবে, তাহলে একদিনে ১৭ হাজার এডমিট কার্ড ইস্যু হল কিভাবে? এত বড় অনিয়মের বিষয়টি তদন্ত এবং দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আজও কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি কেন? এ প্রশ্ন আজ মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকসহ সকলের। এদিকে কথিত ডিফল্ট কেসগুলো সম্পর্কে অনুসন্ধানে জানা গেছে যে, নতুন চেয়ারম্যান নিয়োগ পাবার পর রেজিস্ট্রেশন এবং পরীক্ষা শাখার কিছু জরুরী কাগজপত্র অজ্ঞাত কারণে বোর্ডের ২য় তলার একটি রুমে জড়ো করে সিলগালা করে দেন। ফলে যারা '৯৯ সালে কিংবা ২০০০ সালের রেজিস্টার্ড পরীক্ষার্থী তাদের নথি সেখানে আটকা পড়ে। এডমিট কার্ড তুলতে এসে তাদের অনেকে দেখতে পায় যে, বোর্ডে সংরক্ষিত কাগজপত্র না পাওয়ায় এবং মাদ্রাসা পরিবর্তন ইত্যাদি কারণে তাদের 'ফেক' ঘোষণা করা হয়েছে। পরীক্ষার ৭ দিন আগেও এডমিট কার্ড না পেলে বোর্ডে এসে এভাবেই মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের চরম হয়রানির মুখে পড়তে হয়। রেজিস্ট্রেশন কার্ড ও নম্বর দেখানোর পরও কিভাবে তারা 'ফেক' হল, কেন তাদের 'এডমিট কার্ড' ইস্যু হয়নি, এসব প্রশ্নের কার্যত কোন সদুত্তর বোর্ডের পক্ষ থেকে না দিয়ে মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক ও কর্মচারীদের সাথে বোর্ড কর্তৃপক্ষ চরম দুর্ব্যবহার করে। পরিস্থিতির ভয়াবহতায় অনেক ছাত্র জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, অনেকে কান্নাকাটি জুড়ে দেয়। কেউ কেউ ঘুষ দিয়ে ও নোমানের সাথে লবিং করে কিছু এডমিট কার্ড সংগ্রহ করে। এক পর্যায়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে তথাকথিত মুচলেকা নিয়ে পরীক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হয়। কিন্তু এভাবে গণহারে মুচলেকা নিয়ে পরীক্ষা গ্রহণের কোন দৃষ্টান্ত মাদ্রাসা বোর্ড তো দূরের কথা, কোন শিক্ষা বোর্ডের ইতিহাসে নেই। নতুন চেয়ারম্যান মাদ্রাসা বোর্ডে এসে অনিয়মের এই নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। সাময়িক বিবেচনায় এদের পরীক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা হলেও ১৭ হাজার পরীক্ষার্থীর ফলাফল কিভাবে প্রকাশিত হবে, তাদের শিক্ষা জীবনের অনিশ্চয়তা কিভাবে কাটবে, তারও কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। এক্ষেত্রেও রয়েছে দুর্নীতির অমিত সম্ভাবনা। এ ছাড়া চলতি আলিম, ফাযিল ও কামিল পরীক্ষায় নকলপ্রবণ কেন্দ্র চিহ্নিত করার জন্য সরাসরি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও মাদ্রাসা বোর্ড তা করতে ব্যর্থ হয়। এমনকি ইতিপূর্বে যে কেন্দ্র নকলের অভিযোগে বাতিল হয়েছে নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান বিশেষ বিবেচনায় সেসব কেন্দ্র এবার চালু করেছেন বলেও অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। এদিকে মাদ্রাসা বোর্ড সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র এবং মাদ্রাসা শিক্ষার সাথে জড়িত শিক্ষকদের অনেকেই অত্র প্রতিবেদককে জানান যে, মাদ্রাসা বোর্ডের নতুন চেয়ারম্যান মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের গতিশীল ও নিয়মিত কর্মকাণ্ডে নানা প্রতিবন্ধকতা তৈরী করে নিজের ব্যক্তিগত সুবিধা অর্জনে সংশ্লিষ্ট কাজে অতিমাত্রায় ব্যস্ত রয়েছেন।